197

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 28 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

এসএসসিতে কম্পার্টমেন্টাল

১৯৯৭ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের একটি আবেদন আছে। আবেদনটি হচ্ছে–এ পরীক্ষায় যারা এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের জন্য কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। তাদের যুক্তি হচ্ছে–আশির দশক পর্যন্ত এ ধরনের ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থা কেন তুলে দেয়া হয়েছে–তা তাদের কাছে আদৌ বোধগম্য নয়।

এই ছাত্রছাত্রীদের যুক্তি হচ্ছে–নিয়মিত পরীক্ষা দিতে হলে তাদের একটি বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হয় এবং সকল বিষয়ে নতুন করে পরীক্ষা দিতে হয়। তাদের মতে, বিভিন্ন কারণে অনেক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে এই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কারণ–

(১) এদের মধ্যে অনেকেই তেমন মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রী নয়। অনেকেই অনেক কষ্টে দশম শ্রেণী পর্যন্ত উঠেছে, উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ এদের লক্ষ্য বা সাধ্যের মধ্যেও নয়। কোনমতে বোর্ডের পরীক্ষা পাসের একটি সীলমোহর তাদের জীবনে অনেক দামী। এতে কিছুটা সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়ে। বৈষয়িক ক্ষেত্রেও লাভবান হওয়া যায়। এই ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে নতুন করে সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হলে অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা একশভাগ। তাদের পক্ষে একটি বিষয়ে পাস করা হয়ত তেমন কঠিন নয়। তাদের ধারণা, বারো মাস অপেক্ষা করে তাদের সব বিষয়ে পরীক্ষা দেবার কথা বলা তাদের স্থায়ীভাবে অকৃতকার্য হওয়ার নির্দেশ দেয়ার শামিল। তাই তাদের একান্ত অনুরোধ হচ্ছে–পরীক্ষার ফল প্রকাশের তিন মাসের মধ্যে তাদের জন্য ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হোক। এতে তারা হয়তোবা এসএসসি পরীক্ষার সার্টিফিকেট পেতে পারে এবং এ যুক্তিতেই তাদের আবেদন হচ্ছে—তাদের একটি বছর বসিয়ে না রেখে অতীতের মত তাদের জন্য কম্পার্টমেন্টালের ব্যবস্থা করা হোক।

(২) এছাড়া আছে–গরীব ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কথা। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, নতুন করে একটি বছর পড়বার বা পড়াবার সঙ্গতি তাদের নেই। অনেকে ভিটেমাটি বন্ধক দিয়ে একবারের জন্য পরীক্ষার ফি সংগ্রহ করেছে। দ্বিতীয়বারের জন্য তাদের পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব। আর একটি বছর পড়াশুনা চালানো তাদের সাধ্যের অতীত। অথচ তাদের মধ্যে অনেক মেধাবী ছাত্রও আছে। কিন্তু তারা নিরুপায় বলে একটি বছর অপেক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তিন মাসের মধ্যে পরীক্ষা হলে হয়তোবা তারা নতুন করে পরীক্ষায় বসতে পারে। তাই তাদেরও আবেদন হচ্ছে—পুনরায় কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা চালু করা হোক। একথা সত্য যে, এককালে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা চালু ছিল। আবার একথাও সত্য যে, অনেক বিচার-বিবেচনার পরেই এ পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছিল। কেন বাতিল করা হয়েছে–এ প্রশ্নের জবাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরই দেবার কথা। আমাদের শুধু মনে হয় যে, এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য একেবারেই ফেলে দেবার মত নয় এবং আশা করব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নতুন করে ভেবে দেখবেন।